Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমান সবার আগে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহাম্মাদ হুসাইন আলী

রোলঃ 227011034

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমান সবার আগে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুহাম্মাদ হুসাইন আলী

রোলঃ 227011034

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ঈমান সবার আগে ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুহাম্মাদ হুসাইন আলী, আইডিঃ 227011034 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ঈমান সবার আগে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মুহাম্মাদ হুসাইন আলী

আইডিঃ 227011034

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم ،عما بعد

ভূমিকা _

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতরূপে মনোনীত করেছেন।দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তারই পেয়ারা হাবিব উম্মতের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদﷺ,তাঁর পরিবার-পরিজন ও কেয়ামত অবধি আগত তার অনুসারী বর্গের উপর।

আমাদের কাছে ঈমান হলো সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বরং প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমান শুধু মুখে কালিমা পড়ার নাম নয়। বরং কালিমার সকল শর্ত সমূহ মনে প্রাণে কবুল করা এবং যত অপরিহার্য দাবি আছে তা পূরণ করার নাম।

ঈমান ছাড়া আমলের দাম নাই। তাই সব কিছুর আগে ঈমান।এক ওয়াক্ত নামাজ এবং তেমন কোন আমল ছাড়াই শুধু ঈমানের কারণেই আমর বিন সাবিত আল উসাইরিম রাযি. জান্নাতে দাখিল হয়েছেন ।

ঈমান মেহনত করে শিখতে হয়, ঈমানের যত্ন করতে হয়, এবং এর সংরক্ষণ করতে হয়।এরই প্রেক্ষাপটে ঈমান সবার আগে বিষয়টিকে (থিসিস)গবেষণা করে সংকলন করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঈমানের জন্য কবুল করুন।আমিন।

সূচিপত্র

- ভূমিকা
- ঈমান কি
- ঈমানের গুরুত্ব
- জীবনের চেয়েও দামি ঈমান
- ঈমানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ
- ঈমান পরীক্ষার উপায়
- ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ
- ঈমানের আলামত
- বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ,ফিরকা থেকে ঈমান বাচাঁনো
- তথ্যসূত্র

ঈমান কি

একজন মানুষ ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে মুসলমান হয়। মানুষের উচিত ঈমান সম্পর্কে ভালভাবে জানা। ঈমান কী? এখানে ঈমানের পরিচয় তুলে ধরা হলো-ঈমান (اِيْمَان) শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো- বিশ্বাস। এছাড়াও আনুগত্য করা, অবনত হওয়া, নির্ভর করা, স্বীকৃতি দেয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ছয়টি বিশ্বাসের উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত-১. আল্লাহ, ২. ফেরেশতাগণ, ৩. আসমানী কিতাবসমূহ, ৪. রসূলগণ, ৫. শেষ দিবস এবং ৬. ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

আনা।ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান-ক. ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি হলো ঈমান।খ. ইমাম গাজ্জালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত সকল বিধি-বিধানসহ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে ঈমান।গ. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মতে, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আরকানসমূহ (ইসলামের বিধি-বিধান) কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান।পরিশেষে...যেহেতু ঈমান শব্দটির অর্থ বিশ্বাস করা। আর ইসলামের পরিভাষায় অন্তরে বিশ্বাস করা, জবান দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া এবং সে মোতাবেক কাজে বাস্তবায়ন করা। তাহলে বুঝা গেল যে, কথা ও কাজের নামই হলো ঈমান।সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের উপর অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জবানের স্বীকৃতি এবং সে মোতাবেক কার্যে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে প্রকৃত ঈমানদার হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

জীবনের চেয়ে দামি ঈমান

ঈমানের মূল্য জীবনের চেয়ে বেশী। অসংখ্য নবী রাসুলগণ সাহাবায়ে কেরাম এবং অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়েছে। আমরা জন্ম সূত্রে ঈমান পেয়েছি তাই ঈমানের মূল্য আমরা বুজি না কিন্তু যাদের ঈমানী পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানকে গ্রহন করতে হয়েছে তাদের সাথে আমাদের ঈমানের কি তুলনা হইতে পারে? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুণ্ডে যেতে হয়েছে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে যেতে হয়েছেএবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি ঈমানের পরীক্ষার সম্মুক্ষিন হতে হয়েছে। ফেরাউনের বাঁদিকে তার দুই বাচ্চাসহ গরম তেলের করাইয়ে জীবন দিয়ে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়েছে।হযরত সুমাইয়া রাঃএর জীবন দিয়ে ঈমানি পরীক্ষা দিতে হয়েছে । এভাবে অসংখ্য সাহাবা রাযি. তাদের জীবন দিয়ে ঈমানি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুদাফা রাঃ ঈমানি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে বলেছিলেন আমার মাত্রএকটি জানের জন্য আফসোস! আজকে যদি আমার হাজারো জান থাকত! তাহলে আজ সবগুলো জান ঈমানের জন্য উৎসর্গ করে দিতাম।

আজ এই যামানাতেও দেখা যায় অসংখ্য মানুষ ঈমানে সংস্পর্শে এসে তাদের পরিবার পরিজন ধন সম্পদ, পাড়া প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব সবকিছু বিসর্জন দিয়ে একেবারে নিঃস হয়ে শুধুমাত্র ঈমানের জন্য তারা জান্নাতে পথকে বেছে নিচ্ছেন।তাদের কোরবানি দেখে আমাদের লজ্জা হয়।আহা!তারা তাদের ঈমানকে কিভাবে পরিপূর্ণ করে নিল।

ঈমানের গুরুত্ব

শিরক একটি ভয়াবহ গুনাহ। এই গুনাহ ছাড়া বাকি সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিতে পারেন।একজন তার মন্দ আমলের কারণে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর অথবা আল্লাহতালা তাকে মাফ করে দিবেন এরপর সে জান্নাতে যাবে যদি তার ঈমান থাকে।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত রাযি. বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরিক করে নাই অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত ইতবান ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, এমন হইতে পারে না যে কোন ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তালার রাসূল।অতঃপর সে জাহান্নামে দাখিল হইবে অথবা জাহান্নামের আগুন তাকে ভক্ষণ করিবে। (মুসলিম)।

* হযরত সালামা বিন নুআইম রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ এর একদল সাহাবা রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হয় [মৃত্যুবরণ করে] যে সে শিরক করেনি, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। যদিও সে যিনা এবং চুরি করে থাকে। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৮২৮৪, ২১৪৩৪, বুখারী, হাদীস নং-১২৩৭]

* হযরত আবু জর গিফারী রাঃ থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারপর সে উক্ত হালাতে ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতী হবে। আমি বললাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে তাহলেও? রাসূল সাঃ ইরশাদ করলেন, যদিও সে যিনা করে বা চুরি করে। আমি আবার বললাম- যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে তাহলেও? রাসূল সাঃ ইরশাদ করলেন, যদিও সে যিনা করে বা চুরি করে। এভাবে তিনবার বললাম, তখন চতুর্থবারের সময় রাসূল সাঃ বললেন, যদিও আবু জরের নাক কুঞ্চিত হয় তবু। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২১৪৬৬।

হযরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী রাযি. হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে সে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে আল্লাহ তাআলা তাহার উপর দোযখের আগুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (বুখারী)

সুতরাং ঈমানের বদলাতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দিবেন আর ভালো আমলের বদলতে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের নিয়ামত দান করবেন এবং মন্দ আমলের বদলাতে জাহান্নামের পোড়াতেও পারেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.হইতে বর্ণিত আছে যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে ও দোযখীরা দোজখে চলে যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবে, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে তাহাকেও জাহান্নাম

হইতে বাহির করিয়া লও। সুতরাং তাহাদেরকেও বাহির করা হইবে।তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে জ্বলিয়া কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে।অতঃপর তাহাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হইবে।তখন তারা এমনভাবে (মুহূর্তের মধ্যে সজিব হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে যেমন ঢলের আবর্জনাতে দানা (পানি ও সারের কারণে অতি অল্প সময়ে) অঙ্কুরিত হইয়া আসে।তোমরা কি দেখো না যে উহা কেমন সোনালী ও কোঁকড়ানো অবস্থায় বাহির হয়ে আসে? (বুখারী)

ঈমানের অপরিহার্য অনুসঙ্গসমূহ বিশ্লেষণ

একজন ব্যক্তিকে মুসলিম হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ঈমানদার হতে হবে। ইসলামের পাঁচটি অন্যতম স্তম্ভের মাঝে ঈমানের স্থান প্রথমে। কোনো ব্যক্তি ঈমানবিহীন যতই আমল করুক না কেন, সেই আমলে কোনো লাভ হবে না। বরং চিরস্থায়ী পরকালের জীবনীতে তাকে ভয়াবহ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া লাগবেই। তাই ঈমানই আসল।

ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ বিষয়গুলো নিয়ে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা এর মুখপাত্র মাসিক আল কাউসার এ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব ‘ঈমান সবার আগে’শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন যা মাসিক আল কাউসার এ ২০১৩ সালের মার্চ,এপ্রিল,মে সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে নিচে তার চুম্বকাংশ উল্লেখ করা হলো-

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফর অন্ধকার। ঈমান জীবন, কুফর মৃত্যু। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ, আর কুফর ভ্রষ্টতার রাস্তা।

ঈমান মুসলমানের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমানই তার কাছে সবকিছু থেকে বড়। ঈমান শুধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর একারণে মুমিনকে হতে হবে সুদৃঢ়, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরির সাথে যেমন তার সন্ধি হতে পারে না তেমনি মুরতাদ ও অমুসলিমদের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে না।

তো ইসলামের সে পূর্ণ পরিচয় কী? তার অপরিহার্য দাবি ও অনুষঙ্গগুলোই বা কী? এরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে বেপরোয়া লোকদের যেহেতু এইসব বিষয়ের জ্ঞান নেই, কিংবা জ্ঞান থাকলেও পরোয়া নেই তাই তাদের মতে, ঈমান-কুফরের সন্ধিও অসম্ভব কিছু নয়। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম)

তো কাকে বলে ঈমান, আর তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ, নীচে এর উপরই আলোকপাত করা হল।

1. ঈমান অহীর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম

অজ্ঞতা-অনুমান আর কল্পনা-কুসংস্কারের কোনো অবকাশ ঈমানে নেই। ঈমান ঐ সত্য সঠিক আকীদাকে স্বীকার করার ও সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম, যা আসমানী ওহীর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, যে অহী 'আল কুরআনুল কারীম' এবং 'আস্সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাহ' রূপে এখনো সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

2. ঈমান অবিচল বিশ্বাসের নাম

ঈমান তো অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। সংশয় ও দোদুল্যমানতার মিশ্রণও এখানে হতে পারে না। সংশয়ই যদি থাকল তাহলে তা 'আকীদা কীভাবে হয়'? বিশ্বাস যদি দৃঢ়ই না হল তাহলে তা ঈমান কীভাবে হয়'?

কুরআন মজীদের ইরশাদ-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই সত্যনিষ্ঠ।-আলহুজুরাত ৪৯ : ১৫

সংশয় ও দোদুল্যমানতা কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের নয়। ইরশাদ হয়েছে-

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ اِبِالْمُتَّقِينَ يَتَرَدَّدُونَ

যারা আল্লাহে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা শুধু ওরাই করে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। ওরা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।-আত তাওবা ৯ : ৪৪-৪৫

৩. কোনো বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেয়ার নাম ঈমান

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোকন হল, কোন বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা। সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান আনার আর কী থাকে? চোখে দেখা বিষয়কে কে অস্বীকার করে?

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুসমূহ বা সাধারণ বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় এমন বিষয়সমূহ ঈমানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এসব তো মানুষ এমনিতেই মেনে নেয়। এতে ঈমান আনা না আনার প্রশ্নই অবান্তর।

দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান নয়। মুমিনকে তো এজন্য মুমিন বলা হয় যে, সে না দেখা বিষয় শুধু আল্লাহ বা তাঁর রসূলের সংবাদের উপর ভিত্তি করে মেনে নিয়েছে ও বিশ্বাস করেছে।

দাহরিয়ারা বলে, 'স্বচক্ষে দেখা ছাড়া আমরা কিছু মানি না।' আর যুক্তিপুজারীরা বলে, 'যা বিবেক বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না তা আমরা মানি না।' পক্ষান্তরে মুমিন বলে, 'সত্য সংবাদদাতার সংবাদ মেনে নেওয়া সুস্থ বিবেকেরই ফয়সালা।'

তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী পৌছার পর তা গ্রহণ করতে বিলম্ব করার কোনই অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের শুরুতেই মুমিনের গায়েবে বিশ্বাস করার এই গুন-বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে বলেছেন,

الم ا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ا أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আলিফ লাম মীম, এটি সেই কিতাব এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা হিদায়াত এমন ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য-

যারা অদৃশ্য জিনিসসমূহে ঈমান রাখে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।

এবং যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং তারা আখিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।-সূরা বাকারা (২) : ১-৫

যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত অদৃশ্যের বিষয় মেনে নিতে এ জন্য সন্দিহান থাকে যে, সে সকল বিষয়ের ধরণ ও বিস্তারিত বিবরণ তার বুঝে আসছে না। অথবা শরীয়তের কোন হুকুম কবুল করতে এজন্য দ্বিধাগ্রস্ত যে তার এই হুকুমের হেকমত বুঝে আসছে না। অথবা কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত কোন বিষয়ে সে এজন্য সন্দেহ পোষণ করে যে, সে বিষয়ে কোন বিজ্ঞানীর সাক্ষ্য নেই। এ সকল লোক আসলে ঈমানের হাকীকতই বোঝে না।

তাদেরকে কে বোঝাবে যে, যে বিষয়টি আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন অথবা আকলের মাধ্যমে অনুধাবন করেছেন অথবা আপনার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আপনাকে খবর দিয়েছে ফলে আপনি তা বিশ্বাস করেছেন; তাহলে এটা 'ঈমান কীভাবে হয়?!

আপনার এ মেনে নেয়া তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথার উপর নির্ভর করে হয়নি। (দেখা, বোঝা বা অন্য কারো উপর নির্ভর করে হয়েছে।) ঈমান তো তখন ঈমান বলে গণ্য হবে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আপনার আস্থা ও নির্ভরতা থাকবে। যার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতাই নেই তার উপর ঈমানের দাবি কীভাবে হয়?

আল্লাহর দেওয়া ইলমে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত গায়েবের প্রতি ঈমানের নেয়ামত থেকে যারা মাহরূম তারা ঈয়াকীনী ইলম ছেড়ে নিছক ধারণা, অনুমান এবং খেয়াল খুশির পিছনে ছুটে বেড়ায় এবং আল্লাহ রাববুল আলামীন যিনি 'আসদাকুল ক্ব-ইলীন', রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি 'আস সাদিকুল মাসদূক' এবং 'আস সাদিকুল আমীন' তাঁদের সংবাদের উপর নির্ভর না করে না বুঝে না দেখে এমন অনেকের কথা মেনে নেয় যাদের কাছে না আছে গায়েবের ইলম না তাদের বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত। নেয়ামতের কদর না করলে এটাই হয় পরিণাম।

৬. ঈমান শরীয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম

ইসলামকে শুধু সত্য ও সুন্দর জানা বা বলার নাম ঈমান নয়। কারণ, হক ও সত্যকে শুধু জানা বা মুখে বলা ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ঈমান তো তখনই হবে যখন এই সত্যকে মনেপ্রাণে কবুল করবে এবং এর সম্পর্কে অন্তরে কোনো দ্বিধা থাকবে না। ইসলাম তো 'আকীদা' ও 'শরীয়ত'-এ দুইয়ের সমষ্টির নাম। এ দুটোর বিশ্বাস এবং মেনে নেওয়ার দ্বারাই ঈমান সাব্যস্ত হতে পারে। 'শরীয়ত' অর্থ, দ্বীনের বিধিবিধান ও ইসলামী জীবনের নবী-আদর্শ, কুরআন যাকে মুমিনের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা সাব্যস্ত করেছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং

সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।-আন নিসা ৪ : ৬৫

৪. ঈমান সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনের নাম

অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখেও সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া ঈমানের অন্যতম রোকন। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীআ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার আদেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.

তোমরা কি জান 'এক আল্লাহর উপর ঈমান' কাকে বলে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা ও গণীমতের এক পঞ্চমাংশ প্রেরণ করা।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৩, কিতাবুল ঈমান, আদাউল খুমুসি মিনাল ঈমান

হকের সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনের পরিচয়। মুমিন কখনো সত্য গোপন করে না অর্থাৎ, সত্যকে জেনেও তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে না। কখনো মিথ্যা ও অবাস্তব সাক্ষ্যও দেয় না। অসত্য ও অবাস্তবের সাক্ষ্য দেওয়া তো কাফির মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য। মুমিন তো এমন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে।

]شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ]بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ]عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ]وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

*নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

* যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে তুমি বল ‘আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও’। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, ‘তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ’? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পেয়েছে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা, আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

* যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, অন্যায়রূপে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

* এসব লোকদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।-আলে ইমরান ৩ : ১৮-২২

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ] إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ]الصَّالِحِينَ
وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

বল, ‘‘সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী? বল, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর দ্বারা সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে? বল, ‘আমি সে সাক্ষ্য দেই না’। বল, তিনি তো এক ইলাহ এবং তোমরা যে

শরীক কর তা হতে আমি অবশ্যই নির্লিপ্ত। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপে চিনে যেইরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চিত জেনে রাখ, জালিমরা সফলতা লাভ করতে পারে না।-আল আনআম ৬ : ১৯-২১

৫. ঈমান অর্থ সমর্পণ

ঈমান আনার অনিবার্য অর্থ, বান্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আর আল্লার বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ঈমান আর তাঁর আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ঈমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমর্পণ আর ইবলীস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বিপরীত যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তিই নয়, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকারীকেও মুসলমান মনে করা হয়। কারো প্রতি ঈমান, অতপর তার বিরুদ্ধতা এ দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও 'অসহায়' ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের 'বুদ্ধিজীবী'দের কাছে তা পুরাপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই জানেন, ইসলাম বিহীন তথা সমর্পণ বিহীন ঈমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ তো ঈমানের সাথে সরাসরি বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ l قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ l
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম। * তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর, সে বলেছিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। *এবং ইবরাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দ্বীন মনোনীত করেছেন, সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না।-আল বাকারা ২ : ১৩০-১৩২

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

* বল, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সেটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

* বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথানতকারী।-আল আনআম ৬ : **১৬১-১৬৩**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

* হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।-আলে ইমরান ৩ : ১০২

৭. ঈমান শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও, সত্যকে গ্রহণ আর বাতিলকে বর্জন

কোনো আকীদাকে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তার বিপরীত বিষয়কেও সঠিক মনে করা স্ববিরোধিতা, মানবের সুস্থ বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে পারে না। ইসলামেও তা অকল্পনীয়। ঈমান তখনই সাব্যস্ত হবে যখন বিপরীত সব কিছু বাতিল ও মিথ্যা মনে করবে এবং তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সকল প্রকারের শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা সরাসরি ঈমানেরই অংশ। যেমন ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাওহীদ।

৮. আস্থা-ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান হয় না; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা অস্বীকারের চেয়েও ভয়াবহ কুফর

কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ঈমান তখনই হতে পারে যখন তার উপর থাকে পূর্ণ আস্থা, অন্তরে তাঁর প্রতি থাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, তাঁর নাযিলকৃত আসমানী কিতাব, তাঁর বিধান ও শরীয়ত এবং তাঁর দীনের সকল নিদর্শনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক ঐ আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-শ্রদ্ধারই সম্পর্ক।

যার প্রতি বা যে বিষয়ে ঈমান আনা হয়েছে তার প্রতি বা ঐ বিষয়ে আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের প্রাণ। চিন্তা-ভাবনা এবং আমল ও আলোচনার দ্বারা একে শক্তিশালী করা এবং গভীর থেকে গভীরতর করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

বিদ্বেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে তার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। অন্তরের বিদ্বেষ সত্ত্বেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে তবে তা হবে মুনাফিকী।

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পতীণগণ তাদের মাতা।-আল আহযাব ৩৩ : ৬

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

(হে রাসূল!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে (হে মানুষ) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও,

তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।-আল ফাতহ ৪৮ : ৮-৯

হাদীসে বলা হয়েছে-

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার সন্তান ও পিতা (মাতা)র চেয়ে এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।- সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪৪; সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫

অন্য হাদীসে আছে-

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه.

তোমরা কেউ ঐ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় না হই।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৮০৪৭; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৬৩২

ইসলাম, ইসলামের নবী (কিংবা ইসলামের কোনো নিদর্শন সম্পর্কে কটূক্তিকারী, আল্লাহর ও তাঁর রাসূল কিংবা তার কোনো বিধানের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপকারী যদি মুসলিমপরিবারের সন্তান হয়, মুখে কালিমা পাঠকারীও হয় তবুও সে কাফির ও মুসলমানের দুশমন। শরীয়তের পরিভাষায় এই প্রকারের কাফিরের নাম 'মুনাফিক', 'মুলহিদ' ও যিনদীক। এই স্পষ্ট বিধান এখন এজন্যই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে এমন লোকদের কুফরী কর্মকান্ড থেকেও বারাআত (সম্পর্কহীনতা) প্রকাশ নিজের ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় না; বরং এদের সাথেও মুসলমানদের মতো আচরণ করা হয়, এদের প্রশংসা করা হয়, এদেরকে 'জাতীয় বীরে' পরিণত করার চেষ্টা করা হয়।

কুরআন মজীদ পাঠ করুন এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই শুনুন, ইসলাম ইসলামের নিদর্শনের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক কেমন হয় আর কাফির-মুনাফিকের আচরণ কেমন হয়। এরপর ফয়সালা করুন, আপনি কাদের সাথে থাকবেন। কুরআন কারীমে আরো দেখুন, যারা ইসলামের সাথে, ইসলামের নবীর সাথে ও ইসলামের নিদর্শনসমূহের সাথে বিদ্রূপ করে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের কষ্ট দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা কী।

৯. ঈমান একটি একক, এতে বিভাজনের অবকাশ নেই

এটি ঈমান-সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা পুরোপুরি স্পষ্ট ও স্বীকৃত হওয়ার পরও অনেককে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাসকে সত্য মনে করা এবং কবুল করা অপরিহার্য। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করা বা কোনো একটির উপর আপত্তি তোলাও ঈমান বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন অজু হওয়ার জন্য অজুর সবগুলো ফরয পালন করা জরুরি, কিন্তু তা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য অজুভঙ্গের সবগুলো কারণ উপস্থিত হওয়া জরুরি নয়।

যে কোনো একটি কারণ দ্বারাই অজু ভেঙ্গে যায়। **তদ্রূপ ঈমান তখনই অস্তিত্ব লাভ করে যখন ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাস মন থেকে কবুল করা হয়। পক্ষান্তরে এসবের কোনো একটিকেও অস্বীকার করার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।**

আর অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ তো এতই ভয়াবহ যে, তা শরয়ী দলীলে প্রমাণিত ছোট কোনো বিষয়ে প্রকাশিত হলেও সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির ঈমান শেষ হয়ে যাবে এবং তার উপর কুফরের বিধান আরোপিত হবে।

১০. ঈমানী আকাইদ ও আহকাম স্পষ্টভাবে ঘোষিত ও গোটা উম্মাহর দ্বারা প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত, এতে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা অস্বীকারেরই এক প্রকার

ঈমানী আকাইদ ও আহকাম অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করা এবং বিরুদ্ধ প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তু বানানো যেমন কুফর তেমনি এগুলোর কোনো একটিরও এমন কোনো 'ব্যাখ্যা' করাও সরাসরি কুফর, যার দ্বারা তার প্রতিষ্ঠিত অর্থই বদলে যায়। কোনো কিছুর অপব্যাখ্যা ও অর্থের বিকৃতি হচ্ছে ঐ বিষয়টি অস্বীকারের ভয়াবহতম প্রকার। ঈমানের বিষয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থেই ঈমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ হতে সেগুলোর কোনো অর্থ নির্ধারণ করে, কিংবা কোনো বেদ্বীনের নবউদ্ভাবিত অর্থ গ্রহণ করে ঈমানের দাবি করা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

'ব্যাখ্যা' তো ঐখানে হয় যেখানে ভাষার বাকরীতি ও মর্মোদ্ধারের নীতিমালা অনুযায়ী একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যেখানে কোনো বিধান বা বিশ্বাসের অর্থ ও মর্ম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অসংখ্য মুমিনের সুসংহত সূত্রে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসে এবং যাতে প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহর ইজমা ও ঐকমত্য বিদ্যমান থাকে সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে কীভাবে? সেখানে তো ঐ অর্থই নিশ্চিত ও নির্ধারিত। ওখানে ভিন্ন 'ব্যাখ্যার' অর্থ ঐ অকাট্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার করা।

যেমন কেউ বলল, 'নামায সত্য, কিন্তু তা পাঁচ ওয়াক্ত নয়, দুই ওয়াক্ত।' কিংবা বলল, 'নামায সত্য, কিন্তু আসল নামায তা নয়, যা মুসল্লিগণ মসজিদে আদায় করেন, আসল নামায তো মনের নামায, যে তা আদায় করতে পারে তার দেহের নামাযের প্রয়োজন নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, 'শরীয়ত সত্য, কিন্তু তা আম বা সাধারণ মানুষের জন্য, খাস বা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আছে আলাদা শরীয়ত।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, 'শরীয়ত তো প্রাচীন যুগের ব্যাপার, আজকের উন্নতির যুগে এর সংস্কার প্রয়োজন।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, ''শরীয়ত মানা একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। মানলে ভালো, না মানলেও দোষ নেই।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতো বলল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও খাতামুন্নাবিয়্যীন। তবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নবী, তিনি জিল্লী বা বুরুজী নবী। এর দ্বারা খতমে নবুওতের আকীদায় কোনো ধাক্কা লাগে না।' (নাউযুবিল্লাহ)

তো এইসব কুফরী 'ব্যাখ্যা' এবং এজাতীয় আরো অসংখ্য 'ব্যাখ্যা', যার আবরণে বেদ্বীন-মুলহিদ চক্র 'জরুরিয়াতে দ্বীন' (দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়) ও 'কাওয়াতিউল ইসলাম' (ইসলামের অকাট্য বিষয়াদি)-এর অস্বীকার করে এবং সেই কুফরীকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা করে, এর দ্বারা তো তাদের কুফরী আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। 'অস্বীকারে'র সাথে 'অপব্যাখ্যা' যুক্ত করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও মারাত্মক প্রকারের কাফির- মুলহিদ, যিন্দীক ও মুনাফিকের সাড়িতে অন্তর্ভুক্ত করে।

১১. দিল ও যবানের একাত্মতা ঈমান। এখানে নেফাকের কোন স্থান নেই।

১২. ঈমান একটি স্থায়ী অঙ্গিকার, 'ইরতিদাদ' সাধারণ কুফরের চেয়েও ভয়াবহ কুফর

ঈমান আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার এক স্থায়ী অঙ্গিকারের নাম; যার কোনো মেয়াদ নেই। যখনই ঈমানের সম্পদ পাওয়া গেল তখন থেকেই এর পুষ্টি ও বর্ধন, শক্তি ও সংস্কারে মগ্ন থাকা জরুরি। সবসময় সতর্ক থাকা চাই, এমন কোনো কথা বা কাজ যেন প্রকাশিত না হয়, যা ঈমান নষ্ট করে। আর আল্লাহর দরবারে তাঁর শেখানো দুআ করতে থাকা চাই-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনপ্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।-আলে ইমরান ৩ : ৮

আল্লাহর কাছে ঐ বান্দার ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যে ঈমানের উপর অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে ঈমান থেকে সরে যায় সে তো দুই বিদ্রোহে লিপ্ত-কুফরের বিদ্রোহ ও ইরতিদাদের বিদ্রোহ।

অবিচল মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে খোশখবরি-

أُولَئِكَ أَصْحَابُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

* যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ' অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। * তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করত তার পুরস্কার স্বরূপ।-আল আহকাফ ৪৬ : ১৩-১৪

অন্য আয়াতে আছে-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়, ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। * 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। * এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।-হামীম আসসাজদা ৪১ : ৩০-৩

যে কোনো ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করা, কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরুদ্ধতা। সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ঐ দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য দ্বীনের প্রতি বিরুদ্ধতার পাশাপাশি 'ইফসাদ ফিল আরদ' (ভূপৃষ্ঠে দুস্কৃতি) ও বটে। বিশেষত মুরতাদ (সত্য দ্বীন ত্যাগকারী) যখন কটাক্ষ-কটূক্তি এবং অবজ্ঞা বিদ্রূপে লিপ্ত হয়। এ তো সরাসরি 'মুহারিব' (যুদ্ধঘোষণাকারী) ও 'মুফসিদ ফিল আর্দ' (ভূপৃষ্ঠে দুস্কৃতিকারী)

১৩. ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন তাওহীদ, শিরক মিশ্রিত ঈমান আল্লাহর কাছে ঈমানই নয়

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হচ্ছে 'ঈমান-বিল্লাহ' (আল্লাহর উপর ঈমান)। আর ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একমাত্র তাঁকেই 'রব' ও সত্য মাবুদ বলে মানা, রুবুবিয়্যত ও উলূহিয়্যতের বিষয়ে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। একমাত্র আলিমুল গাইব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল (সব বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী), মুশকিল কুশা (সংকট মোচনকারী) বিপদাপদে তাঁকেই ত্রাণকারী মনে করবে। তাঁর বিশেষ হক ও একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক করবে না। সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, জীবন-মৃত্যু, উপকার-অপকার, সুস্থতা ও নিরাপত্তা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তা দান করেন। রিযিকদাতা একমাত্র তিনি। গোটা জগতের এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকও তিনিই। শরীয়ত দান ও হালাল-হারাম নির্ধারণ তাঁরই অধিকার। এতে কাউকে শরীক করবে না- না কোনো ইজম বা মতবাদকে, না কোনো নেতা বা দলকে, না রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়কে। মোটকথা, তাওহীদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরাপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। আল্লাহ তাআলার কাছে মুশরিকের ঈমান ঈমানই নয়। মুশরিককে তিনি কখনো মাফ করেন না।

১৪. ঈমানের দাবি, মুয়ালাত ও বারাআত ঈমানের ভিত্তিতেই হবে

যারা ঈমানের নেয়ামত ও ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূখন্ড, সংস্কৃতি, মতবাদ, রাজনৈতিক দল ও দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন মানদন্ডের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারিত হয়, আর এই জাতীয়তাই তাদের কাছে মুয়ালাত ও বারাআত (বন্ধুত্ব ও

সম্পর্কচ্ছেদ) এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মানদন্ড হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সরাসরি জাহেলিয়্যাত। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভূখন্ড নির্বিশেষে সকল মুমিন এক জাতি। আর অন্যান্য অমুসলিম বিভিন্ন জাতি হলেও ইসলামের বিপরীতে তারা অভিন্ন জাতি। ‘‘আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা’’ (সকল কুফর অভিন্ন মিল্লাত) যেমন শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত তেমনি তা বাস্তবতাও বটে।

ইসলামের শিক্ষায় ‘মুয়ালাত’ ও ‘বারাআত’ (তথা বন্ধুত্ব পোষণ ও বর্জন)-এর মানদন্ড ঈমান। আর পরস্পর সহযোগিতার মানদন্ড ঈমান।

১৩. ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন তাওহীদ, শিরক মিশ্রিত ঈমান আল্লাহর কাছে ঈমানই নয়

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হচ্ছে ‘ঈমান-বিল্লাহ’ (আল্লাহর উপর ঈমান)। আর ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একমাত্র তাঁকেই ‘রব’ ও সত্য মাবুদ বলে মানা, রুবুবিয়্যত ও উলূহিয়্যতের বিষয়ে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। একমাত্র আলিমুল গাইব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল (সব বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী), মুশকিল কুশা (সংকট মোচনকারী) বিপদাপদে তাঁকেই ত্রাণকারী মনে করবে। তাঁর বিশেষ হক ও একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক করবে না। সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, জীবন-মৃত্যু, উপকার-অপকার, সুস্থতা ও নিরাপত্তা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তা দান করেন। রিযিকদাতা একমাত্র তিনি। গোটা জগতের এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রকও তিনিই। শরীয়ত দান ও হালাল-হারাম নির্ধারণ তাঁরই অধিকার। এতে কাউকে শরীক করবে না- না কোনো ইজম বা মতবাদকে, না কোনো নেতা বা দলকে, না রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়কে। মোটকথা, তাওহীদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরাপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। আল্লাহ তাআলার কাছে মুশরিকের ঈমান ঈমানই নয়। মুশরিককে তিনি কখনো মাফ করেন না।

১৪. ঈমানের দাবি, মুয়ালাত ও বারাআত ঈমানের ভিত্তিতেই হবে

যারা ঈমানের নেয়ামত ও ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূখন্ড, সংস্কৃতি, মতবাদ, রাজনৈতিক দল ও দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন মানদন্ডের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারিত হয়, আর এই জাতীয়তাই তাদের কাছে মুয়ালাত ও বারাআত (বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ) এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মানদন্ড হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সরাসরি জাহেলিয়্যাত। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভূখন্ড নির্বিশেষে সকল মুমিন এক জাতি। আর অন্যান্য অমুসলিম বিভিন্ন জাতি হলেও ইসলামের বিপরীতে তারা অভিন্ন জাতি। ‘‘আলকুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা’’ (সকল কুফর অভিন্ন মিল্লাত) যেমন শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত তেমনি তা বাস্তবতাও বটে।

ইসলামের শিক্ষায় ‘মুয়ালাত’ ও ‘বারাআত’ (তথা বন্ধুত্ব পোষণ ও বর্জন)-এর মানদন্ড ঈমান। আর পরস্পর সহযোগিতার মানদন্ড ভালো কাজ ও খোদাভীরুতা।

১৫. ঈমান অতি সংবেদনশীল, মুমিন ও গায়রে মুমিনের মিশ্রণ তার কাছে সহনীয় নয়

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন, ঈমানের বিষয়টি অতি নাজুক ও সংবেদনশীল। ইসলাম এটা বরদাশত করে না যে, মুসলিম উম্মাহ অন্য কোনো জাতির মাঝে বিলীন হয়ে যাবে কিংবা অন্যদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। ইসলাম তার অনুসারীদের যে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত দান করেছে তাতে এমন অনেক বিধান আছে, যার তাৎপর্যই হচ্ছে, মুসলিমের আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্রমন্ডিত হওয়া। যেমনটা সে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রের অধিকারী চিন্তা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিধি-বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বেশভূষা, আনন্দ-বেদনা, পর্ব-উৎসব, সংস্কৃতি ও জীবনাচার বিষয়ে শরীয়তের আলাদা অধ্যায় ও আলাদা বিধিবিধান আছে, যার দ্বারা জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা সৃষ্টি হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিধানগুলোর অনুসরণ প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি। আর এগুলোকে সত্য বলে মানা এবং অন্তর থেকে পছন্দ করা তো ঈমানের অংশ।

১৬. ঈমান পরীক্ষার উপায়

মানুষের জন্য ঈমানের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত নেই। এই নেয়ামতের কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে, আল্লাহ তাআলার শোকরগোযারী করবে এবং এর সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মেহনত করবে।

সকাল-সন্ধ্যায় মনে-প্রাণে বলবে-

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

আমি রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট আর নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সন্তুষ্ট।

ক. আমার মাঝে কোনো কুফরী আকীদা নেই তো?

প্রথম কাজ এই যে, আমাদেরকে ইসলামী আকাইদ সঠিকভাবে জানতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে আমার মধ্যে ঐসব আকীদার পরিপন্থী কোনো কিছু নেই তো? যদি থাকে তাহলে আমাকে তৎক্ষণাৎ তাওবা করতে হবে এবং ইসলামী আকীদার পরিপন্থী এই মতবাদকে বাতিল ও কুফরী বিশ্বাস করে এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

কুরআন কারীমে মুশরিকদের, আখিরাতে অবিশ্বাসীদের, ইহুদি, নাসারা, মুনাফিকদের, পার্থিবতাবাদী, বেদ্বীন,

নাস্তিকচক্রসহ সকল ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন বিদ্যমান রয়েছে। চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরের সাহায্যে কুরআন পাঠ করে এবং প্রয়োজনে কোনো আলিমের কাছে সবক পড়ে কাফিরদের প্রত্যেক শ্রেণীর বাতিল আকীদা সম্পর্কে জেনে নিজেদের বোধ-বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয়া কর্তব্য যে, আমার মধ্যে ঐসবের কোনো কিছু নেই তো?

খ. আমার মধ্যে নিফাক নেই তো?

নিফাকের বিভিন্ন প্রকার আছে। এক. বিশ্বাসগত নিফাক। এ প্রবন্ধে এ নিয়েই আলোচনা করা উদ্দেশ্য। বিশ্বাসগত নিফাকের অর্থ, অন্তরে কুফরী মতবাদ বা ইসলাম বিদ্বেষ লালন করেও কথা বা কাজে মুসলিম দাবি করা। বিশ্বাসগত নিফাক হচ্ছে কুফরীর এক কঠিনতম প্রকার। এটা যার মধ্যে আছে সে সরাসরি কাফির। তবে যথাযথ দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো বিষয়ে নিফাকের সন্দেহ করা বা কাউকে নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, যখন কারো কথা বা কাজের দ্বারা নিফাক প্রকাশিত হয়ে পড়ে, অন্তরে লালিত কুফরী আকীদা ও ইসলাম-বিদ্বেষ জিহবায়ও এসে যায় তখন তো এর বিষয়ে মুসলমানদের সাবধান হতেই হবে এবং সরকারকেও এই লোক সম্পর্কে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্বাসগত নিফাকের রূপগুলো কী কী কুরআন কারীমে তা ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো জেনে নিজেকে যাচাই করা উচিত, আমার মধ্যে এসবের কোনো কিছু নেই তো?

বিশ্বাসগত নিফাকের বিভিন্ন রূপ আছে। কয়েকটি এই :

* ইসলামী শরীয়ত বা শরীয়তের কোনো বিধানকে অপসন্দ করা।
* ইসলামের, ইসলামের নবীর, ইসলামের কিতাবের, ইসলামী নিদর্শনের কিংবা ইসলামের কোনো বিধানের বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করা।
* ইসলামের কিছু বিশ্বাস ও বিধানকে মানা, আর কিছু না মানা।

* শরীয়তের কোনো বিধানের উপর আপত্তি করা বা তাকে সংস্কারযোগ্য মনে করা।
* ইসলামের কোনো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন আকীদা বা বিধানের অপব্যাখ্যা করা।

গ. শাআইরে ইসলামের বিষয়ে আমার অবস্থান কী?

শাআইরে ইসলামকে 'শাআইর' এজন্য বলা হয় যে, তা ইসলামের চিহ্ন। প্রধান 'শাআইর' এই : এক. ইসলামের কালিমা, দুই. আল্লাহর ইবাদত (বিশেষত নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব) তিন. আল্লাহর রাসূল, চার. আল্লাহর কিতাব, পাঁচ. আল্লাহর ঘর কা'বা, অন্যান্য মসজিদ ও ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থান, বিশেষত মসজিদে হারাম, মিনা, আরাফা, মুযদালিফা, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। ছয়. হজ্বে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত ঐ পশু, যাকে 'হাদী' বলে। কুরআন মজীদে (২২ : ৩২, ৩০) আল্লাহ তাআলা ইসলামের শাআইর (নিদর্শনাবলী) কে 'শাআইরুল্লাহ' ও 'হুরুমাতুল্লাহ' নামে ভূষিত করেছেন। এবং এই নিদর্শনগুলোর মর্যাদা রক্ষার আদেশ করেছেন। আর ইরশাদ করেছেন, এগুলোর মর্যাদা রক্ষা প্রমাণ করে, অন্তরে তাকওয়া আছে, আল্লাহর ভয় আছে।

নিজের ঈমান যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় এই যে, আমি আমার অন্তরে খুঁজে দেখি, নিজের কথা ও কাজ পরীক্ষা করে দেখি আমার মাঝে শাআইরে ইসলামের ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে কি না। তদ্রূপ কেউ শাআইরুল্লাহর অবমাননা করলে আমার কষ্ট হয় কি না। এমন তো নয় যে, কেউ শাআইরের অবমাননা করছে, আর আমি একে তার ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে

নিরব ও নির্লিপ্ত থাকছি? না আমার কষ্ট হচ্ছে, না এই অশোভন আচরণ সম্পর্কে আমার মনে ঘৃণা জাগছে, আর না এই বেআদবের বিষয়ে আমার অন্তরে কোনো বিদ্বেষ, না তার থেকে ও তার কুফরী কার্যকলাপ থেকে বারাআত (সম্পর্কচ্ছেদের) কোনো প্রেরণা!!
আল্লাহ না করুন, শাআইরের বিষয়ে এই যদি হয় আচরণ-অনুভূতি তাহলে ঐ সময়ই নিশ্চিত বুঝে নিতে হবে, এ অন্তর ঈমান থেকে একেবারেই শূন্য। সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাওয়া উচিত এবং তওবা করে, সর্বপ্রকার কুফর ও নিফাক থেকে ভিন্নতা ঘোষণার মাধ্যমে ঈমানের নবায়ন করা উচিত।

ঘ. আমার অন্তরে অন্যদের শাআইরের প্রতি ভালবাসা নেই তো?

ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম এবং দ্বীন ও আখিরাত-অস্বীকার সম্বলিত সকল ইজম সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত। এদেরও 'শাআইর' ও নিদর্শন আছে, মিথ্যা উপাস্য ও আদর্শ আছে, যেগুলোর কোনো সারবত্তা নেই। কিন্তু ইসলাম এই সবের উপহাস ও কটুক্তিরও অনুমতি নিজ অনুসারীদের দেয় না। এক তো এ কারণে যে, তা ভদ্রতা ও শরাফতের পরিপন্থী, এছাড়া এজন্যও যে, একে বাহানা বানিয়ে এরা ইসলামের সত্য নিদর্শনের অবমাননা করবে। তো অন্যান্য কওমের রব, ইলাহ ও শাআইরের উপহাস ও কটূক্তি থেকে বিরত থাকা ইসলামের শিক্ষা, যা স্বস্থানে ইসলামী আদর্শের এক উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যের দিক। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, তাদের রব ও মাবুদের (যা নিঃসন্দেহে অসার ও অসত্য) এবং এদের শাআইর ও নিদর্শনের (যা পুরোপুরি কল্পনা ও কুসংস্কার প্রসূত) সমর্থন ও সত্যায়ন করা হবে কিংবা এগুলোর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হবে কিংবা অন্তরে আবেগ ও ভক্তি পোষণ করা হবে। কারণ এ তো সরাসরি কুফর। যদি তা বৈধ ও অনুমোদিত হয় তাহলে তো এরপরে ঈমান ও ইসলামের কোনো প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। আর না উপরোক্ত বিশ্বাস ও কর্মের পরও ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। ভালোভাবে বোঝা উচিত, কোনো কিছুর কটূক্তি-অবজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অর্থ এই নয় যে, ঐ বিষয়কে সম্মান করতে হবে বা সত্য মনে করতে হবে। তো কুফরের শাআইরের সম্মান বা ভালবাসা হচ্ছে পরিষ্কার কুফর। আজকাল কিছু মানুষ দেখা যায়, যাদের দৃষ্টিতে নিজেদের তথা ইসলামী শাআইরের তো বিশেষ মর্যাদা নেই, এগুলোর অবমাননাও তাদের মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। অথচ এরাই একাত্মতা প্রকাশ করে অন্যদের শাআইরের বিষয়ে। এরা অন্যদের ধর্মীয় উৎসবেও যোগদান করে এবং একে গৌরবের বিষয় মনে করে। একে তারা আখ্যা দেয় 'সৌজন্য' ও 'উদারতা'র চিহ্ন বলে। তাদের জানা নেই, এটা সৌজন্য ও উদারতা নয়, এ হচ্ছে সত্য দীনের বিষয়ে শিথিলতা ও হীনম্মন্যতা এবং আপন জাতির সাথে বড় হীন ও গায়রতহীন আচরণ। হায়! তারা যদি বুঝত যে, কুফর ও শাআইরে কুফরের প্রীতি-আকর্ষণ, এসবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং এসবের ভক্তি-উপাসনায় সন্তোষ বা আনন্দ প্রকাশও সরাসরি কুফর।

এই শ্রেণীর মানুষের মনে রাখা উচিত, কুরআনে কারীমের আয়াত

إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

অর্থ : ... তাহলে তো তোমরাও তাদের মত হবে। (৪ : ১৪০)

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ -

من تشبه بقوم فهو منهم

অর্থ : যে কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।

মোটকথা, নিজের ঈমানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাইয়ের অন্যতম উপায় এ চিন্তা করা যে, অন্তরে বেদ্বীন সম্প্রদায়ের এবং দীন ইসলামের বিদ্রোহীদের শাআইর-নিদর্শনের সমর্থন বা প্রীতি-আকর্ষণ নেই তো। যদি থাকে তাহলে তওবা করে নিজেকে সংশোধন করবে, আল্লাহ তাআলার কাছে শাআইরুল্লাহর ভক্তি-ভালবাসা এবং শাআইরুল্লাহর সংরক্ষণ ও সমর্থনের তাওফীক প্রার্থনা করবে। কুফরের শাআইরের প্রতি ঘৃণা ও সেগুলোর অসারতার বিষয়ে প্রত্যয় ও প্রশান্তি প্রার্থনা করবে।

ঙ. পসন্দ-অপসন্দের ক্ষেত্রে আমার নীতি উল্টা না তো

জগতে পসন্দ-অপসন্দের অনেক মানদন্ড আছে। মানুষের স্বভাবটাই এমন যে, এতে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে আর কিছু বিষয়ে অনাগ্রহ ও বিমুখতা বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু কেউ যখন ইসলাম কবুল করে এবং ঈমানের সম্পদ লাভ করে তখন তার হাতে এসে যায় পসন্দ-অপসন্দের প্রকৃত মানদন্ড। সে মানদন্ড হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত। সুতরাং যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পসন্দনীয় এবং শরীয়তে কাম্য তা মুমিনের কাছে অবশ্যই পসন্দনীয় হবে যদিও অন্য কোনো মানদন্ডে লোকেরা তা পসন্দ না করুক, কিংবা স্বয়ং তার কাছেই তা স্বভাবগতভাবে পসন্দের না হোক। আর যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অপসন্দের এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ তা তার কাছে অবশ্যই অপসন্দনীয় হবে যদিও অন্য কোনো মানদন্ডে লোকেরা তা পসন্দনীয় মনে করে কিংবা স্বভাবগতভাবে তার নিজেরও ঐ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে। মুমিন সর্বদা নিজের পসন্দ-অপসন্দকে দ্বীন ও ঈমানের দাবির অধীন রাখে। সে তার স্বভাবের আকর্ষণকে আল্লাহ তাআলার রেযামন্দির উপর কোরবান করে।

এজন্য ঈমান যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় যে, নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করা তাতে পসন্দ-অপসন্দের মানদন্ড কী। আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শরীয়তের পসন্দ-অপসন্দ, না প্রবৃত্তির চাহিদা, নিজের গোত্র, দল, দলনেতা, পার্থিব বিচারে মর্যাদাবান শ্রেণী, শুধু শক্তির জোরে প্রবল জাতিসমূহের সংস্কৃতি, সাধারণের মতামত, পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কিংবা এ ধরনের আরো কোনো কিছু?

যদি তার কাছে মানদন্ড হয় প্রথম বিষয়টি তাহলে আল্লাহর শোকর গোযারী করবে আর যদি মানদন্ড হয় দ্বিতীয় বিষয়গুলো তাহেল খালিস দিলে তওবা করবে। নিজের পসন্দকে আল্লাহ ও তাঁর বিধানের অধীন করবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর

উসওয়ায়ে হাসানার (শরীয়ত ও সুন্নতের) অনুগামী করবে এবং ঈমানের তাজদীদ ও নবায়ন করবে।

আল্লাহর পসন্দকে অপসন্দ করা কিংবা আল্লাহর অপসন্দকে পসন্দ করা অথবা আল্লাহর বিধান অপসন্দকারীদের আংশিক আনুগত্য করা, এসবকে কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তাআলা মুরতাদ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন এগুলোর কারণে বান্দার সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়।

চ. নিজের ইচ্ছা বা পছন্দের কারণে ঈমান ছাড়ছি না তো?

নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা, স্বভাব ও রুচি-অভিরুচি, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের আকর্ষণ ইত্যাদির সাথে যে পর্যন্ত ঈমানের দাবিসমূহের সংঘর্ষ না হয় ঐ পর্যন্ত ঈমানের পরীক্ষা হয় না। ঐ সকল বিষয়ের দাবি আর ঈমান-আকীদার দাবির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার পরিস্থিতি তৈরি হলেই ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিই হচ্ছে মুমিনের ঈমানী পরীক্ষার মুহূর্ত। আল্লাহ তাআলা বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য, মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করার জন্য এমনসব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন এবং দেখেন, পরীক্ষায় কে সত্য প্রমাণিত হয়, কে মিথ্যা, কার ঈমান খাঁটি সাব্যস্ত হয়, কার ঈমান নামকেওয়াস্তে।

মুমিনের কর্তব্য, এই পরীক্ষার মুহূর্তে পূর্ণ সতর্ক থাকা। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে দুটোকে গ্রহণের সুযোগ নেই তাই অবশ্যই তাকে কোনো একটি দিক প্রাধান্য দিতে হবে। এই প্রাধান্যের ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ দিতে হবে ঈমানের। যদি সে আল্লাহ, রাসূল, হিদায়েতের কিতাব, এবং দীন ও শরীয়তকে প্রাধান্যের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহের বিপরীতে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা, স্বভাবগত পসন্দ-অপসন্দ এবং আত্মীয়তা ও সম্পর্কের আকর্ষণ ও দুর্বলতাকে জয় করতে পারে তাহলে সে আল্লাহর কাছে সফল ও ঈমানী পরীক্ষায় কামিয়াব। পক্ষান্তরে যদি সে নিজের স্বভাব, কামনা-বাসনা ও পার্থিব সম্পর্ককে প্রাধান্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে আর এসবের খাতিরে ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহের কোরবান করে তাহলে সে ব্যর্থ ও ঈমানী পরীক্ষায় নাকাম। তার নিশ্চিত জানা উচিত, তার ঈমান শুধু নামকে ওয়াস্তের, অন্তর নিফাক দ্বারা পূর্ণ।

কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় এই নীতি বারবার উচ্চারিত; মুসলিমের জন্য প্রাধান্যের মানদন্ড হল আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহ। এটি আল্লাহর পক্ষ হতেই নির্দেশিত। সুতরাং একে যে প্রাধান্যের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করল না সে কুফরের রাস্তা অবলম্বন করল।

. আল্লাহকে হাকিম ও বিধানদাতা মেনে নিতে আমার মনে কোনো দ্বিধা -নাউযুবিল্লাহ- নেই তো?

এক তো হচ্ছে বর্তমানকালের বাস্তবতা যা আমাদেরই কর্মফল যে, ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ এমন নেই যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান কার্যকর, কিন্তু মুমিনমাত্রের জানা আছে যে, মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা এ নয়, মুসলিম উম্মাহ তো পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও শরীয়তের

অধিকারী। যাতে বড় একটি অংশ রয়েছে রাজ্য-শ্বাসন বিষয়ক। উম্মাহর নেতৃত্ব ও পরিচালনা যাদের উপর ন্যস্ত তাদের ফরয দায়িত্ব ঐ নীতি ও বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আমর বিল মারূফ, নাহি আনিল মুনকার (সকল মন্দের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ), ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' (নববী আদর্শ অনুযায়ী যমীনে খেলাফত পরিচালনা করা)-এর দায়িত্ব পালন করা, ইসলামী হদ, কিসাস ও তাযীর (দন্ডবিধি) কার্যকর করা, সাধ্যানুযায়ী ইসলামী জিহাদের দায়িত্ব পালন করা, রাষ্ট্র পরিচালনা (আইন-বিচার, নির্বাহী) এর ক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান এবং নতুন-পুরাতন সকল তাগূতি ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে ইসলামী বিধি-বিধানের আনুগত্য করা।

জ. আমি সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হচ্ছি না তো?

সর্বশেষ কথা এই যে, কুরআন-সুন্নাহয় সিরাতে মুসতাকীম ও হেদায়েতের উপর অবস্থিত নাজাতপ্রাপ্ত লোকদের পথকে 'সাবীললু মুমিনীন' বলা হয়েছে এবং এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

অর্থ : কারো কাছে সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস! (আন নিসা ৪ : ১১৫)

এ কারণে নিজের ঈমান যাচাইয়ের সহজ পথ, নিজের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং জীবন ও কর্ম নিরীক্ষা করা। যদি এতে কোনো কিছু 'সাবীলুল মুমিনীন' (মুমিনদের ঐকমত্যপূর্ণ রাস্তা)-এর বিপরীত চোখে পড়ে তাহলে খাঁটি দিলে তওবা করে শুযূয ও বিচ্ছিন্নতা থেকে ফিরে আসব এবং 'সাবীলুল মুমিনীন' (মুমিনদের রাস্তায়) চলতে থাকব। যার দ্বিতীয় নাম 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহা-বী'। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঐ রাস্তার উপর দৃঢ়পদ রাখুন। আমীন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

ঝ. দল ও দলনেতা আখেরাতে কাজে আসবে না

যে কেউ দুনিয়াতে 'সাবীলুল মুমিনীন' থেকে আলাদা থাকবে সে আখেরাতে আফসোস করতে থাকবে :

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اوَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًاأَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

অর্থ : জালিম ব্যক্তি সেইদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম, আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে উপদেশ আসার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (আলফুরকান ২৫ : ২৭-২৯)।

ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ

ওযুর ফরজ চারটি কিন্তু ভঙ্গ হওয়ার কারন সাতটি। এই সাতটির মধ্যে যদি একটি ঘটে যায় তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়।ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনতে হলে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয় কিন্তু ঈমান শেষ হতে সবগুলো বিষয়কে অস্বীকার করতে হয় না বরং যে কোন একটি বিষয় তার মধ্যে বিদ্যমান থাকলেই তার ঈমান নষ্ট হয়ে কাফের হয়ে যাবে।ঈমান ভঙ্গের প্রতিটি কারন চুলচেরা বিশ্লেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক এবংএ সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত থাকা দরকার। কারণ কখন যে এ সকল ঈমান বিধংসী বিষয়ের ফাঁদে পড়ে যাবে তা নিজেও সে টের পাবে না। এরকম বহু মানুষ আছে যারা পরিসংখ্যানে মুসলিম কিন্তু আল্লাহতালার দরবারে সে কাফের।ওলামায়ে কেরাম ঈমান ভঙ্গের যেই মৌলিক কারণ গুলো বর্ণনা করেন তার মধ্যে দশটি হচ্ছে মূল। নিচে তা উল্লেখ করা হইল

১.শিরক করা

ক)শিরকের মধ্যে একটি হল আল্লাহকে আহবান করার মধ্যে শিরক করা।সূরা আনকাবুত আয়াত ৬৫

খ)ইচ্ছা সংকল্প ও নিয়তের মধ্যে শিরক করা। সুরাহুদ (১৫-১৬)।

গ)আনুগত্যে শিরক অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা করে বিভিন্ন পীর বুজুর্গ শায়েখ ও ধর্মীয় পন্ডিতদের আনুগত্য করা। তাওবা-৩১।

ঘ)ভালোবাসার মধ্যে শিরক কর। বাকারা ১৬৫।

ঙ)গাইরুল্লার নামে পশু জবাই করা এটাও একটি বড় শিরক কেননা মান্নত মানা একটি এবাদত।

২.বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে অন্য কাউকে মাধ্যম বানানো।

৩.মুশরিকদের কাফের মনে না কর, তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা তাদের ধর্ম সঠিক মনে করা।

৪.রাসুল ﷺ এর আনীত দিন ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থাকে বা আইনকে উত্তম মনে করা।

৫.দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করা। (মুহাম্মদ -৮,৯)

৬.দ্বীনের কোন বিষয়ে ঠাট্টা মশকরা করা। (তাওবা-৬৫,৬৬)

৭. কিছু অর্জন বা বর্জনের জন্য যাদু করা জাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকা,জাদুকে মনেপ্রাণে পছন্দ করা। (বাকারা -১০২)

৮.মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা সহযোগিতা করা। (মায়েদা ৫১)।

৯.কাউকে শরীয়তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঊর্ধ্বে বলে মনে করা। (আনআম -১৫৩)।

১০.আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। (সাজদাহ-২২)।

সুতরাং আমাদের এ থেকে বুঝে নেওয়া উচিত যে যদি কোন মুসলিম এমন কোন কথা বলে বা এমন কোন কাজ করে যা কোরআন সুন্নাহ ও ওলামায়ে কেরামগণের ইজমা কিয়াসের ভিত্তিতে কুফরি এবং ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।

ঈমানের আলামত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে ভালবাসা ঈমানের আলামত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: (হে নবী) আমি তোমাকে সারা জগতের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

এই রহমতের নবীর প্রতি উম্মতের সবচেয়ে বড় হক হলো তাকে মন ও মনন দিয়ে ভালোবাসা। তার প্রতি ভালোবাসা যেন আর সব ভালোবাসার ঊর্ধ্বে হয়। এমনকি জান ও প্রাণের চেয়ে যেন তিনি প্রিয় হন। ভালোবাসা যেন এমন তীব্র হয়— আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর মামুলি আরামের জন্য হাজারবার জান কোরবান দিতে দ্বিধা না থাকে।

এই ভালোবাসা ঈমানের আলামত। খোদ আল্লাহর রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার কাছে আমি তার পিতামাতার চেয়ে, সন্তানাদির চেয়ে এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় না হবো। (বুখারি, হাদিস : ১৫)

মুমিনের জন্য ভালোবাসার মূল কেন্দ্র স্বয়ং আল্লাহ পাক, তারপর হজরত মুহাম্মদ (সা.)। আর বাকি দুনিয়ার যতো প্রেমময় মানুষ আছে, যতরকমের ভালোলাগার জিনিস আছে— সবকিছুর অবস্থান দ্বিতীয়তে। এই থেকে বোঝা যায় আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসা আমাদের প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব। কেননা দুনিয়াতে ভালোবাসার যতো কিছু আছে তার সবই তার কারণে প্রেমময়।

পবিত্র কুরআনে তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, নবীর ওপর মুমিনদের জানের চেয়ে বেশি হক আছে। (সুরা আহজাব, আয়াত : ৬) অর্থাৎ যেই ব্যক্তি নিজের জান-মাল ও প্রবৃত্তির ওপর তার প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে না পারবে, বোঝা যাবে তার ঈমানে ঘাটতি আছে।

একবার হজরত ওমর ফারুক (রা.) রাসুলকে (সা.) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়, কেবল আমার জান ছাড়া।' রাসুল (সা.) বলেন, 'না (একথা সত্য নয়), আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, ওইসময় পর্যন্ত (সত্য) নয়, যতক্ষণ না কারও কাছে আমি তার জানের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো।'

রাসুল (সা.)-এর মুখ থেকে এই কথা ওমর (রা.)-এর মনে বিদ্যুতের মতো স্পর্শ করল, এবং তার মন ওই সময়ই বদলে গেল। তিনি বললেন, 'খোদার কসম, আপনি আপনি আমার জানের

চেয়ে বেশি প্রিয়।' রাসুল (সা.) বললেন, ওমর, এক্ষণে তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হলো। (সহিহ বুখারি, হাদিস ৬৬৩২)

মসজিদে গমন ঈমানের আলামত

নিয়মিত মসজিদে যাতায়াতকারী ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার আলামত। হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন কাউকে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে, তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তারাই হতে পারে মসজিদের আবাদকারী যারা আল্লাহর ও পরকালের ওপর ঈমান আনে' (সুরা তাওবা : ১৮)। নবীজি (সা.) আরও বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ নামাজের জন্য মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ সে নামাজরত বলে বিবেচিত হবে। নামাজের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলবে-হে আল্লাহ! তাকে দয়া করো, হে আল্লাহ তার তওবা কবুল করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওজু ভঙ্গ না হয়।' (বুখারি : ৬৪৭; মুসলিম : ২৫৭)

ঈমানের আরেকটি আলামত হইল যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে ।

হাদিসে রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন কারিকে ঈমানের স্বাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করাকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
আরেক হাদিসে আছে বেশি থেকে বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হলো ঈমানের আলামত।
আরেক হাদিসে আছে আল্লাহর জন্য কাউকে মহব্বত করা এবং আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা এটাও ঈমানের আলামত ।

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি.হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই এরশাদ করতে শুনেছেন যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে(এবং ঈমানের মজা সে পাইয়াছে)যে আল্লাহ তায়ালাকে রব ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইয়াছে।(মুসলিম)

হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএরশাদ করিয়াছে, ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তি পাইবে যাহার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাইব। এক- তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের মহব্বত সবচেয়ে বেশি হয়।দুই -কোন ব্যক্তির সাথে মহব্বত হয় উহা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়।তিন- ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট এরূপ ঘৃণিত ও কষ্টদায়ক হয় যে রূপ আগুনে নিক্ষেপ করলে হয়। (বুখারী)

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালার জন্য কারো সহিত মহব্বত করিয়াছে আর তাহারই জন্য দুশমনি করিয়াছে,এবং যাহাকে দান করিয়াছে আল্লাহ তালার জন্যই দান করিয়াছে,আর যাহাকে দান করে নাই আল্লাহতালার জন্যই করে নাই সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। (আবু দাউদ)
হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার রাযি. কে এরশাদ করেছেন বল দেখি ঈমানের কোন কড়াটি বেশি মজবুত?হযরত আবু যর রাযি. আরজ করিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।সুতরাং আপনি বলিয়া দিন তিঁনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহতালার জন্য পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কারো সহিত মহব্বত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কারো সহিত বিদ্বেষ ও শত্রুতা হয়।(বাইহাকী)

হযরত সালেহ ইবনে মিসমার ও হযরত জাফর ইবনে বুরকান রহ. বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হযরত মালেক ইবনে হারেস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন হে হারেস! তুমি কি অবস্থায় আছ?তিনি আরজ করিলেন আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে আমি ঈমানের অবস্থায় আছি।তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,তুমি কি প্রকৃত মুমিন?তিনি আরজ করিলেন আমি প্রকৃত মুমিন।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন (চিন্তা করিয়া বল) প্রত্যেকে জিনিসের একটি হাকিকত হয় তোমার ঈমানের হাকিকত কি?অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করিতেছ যে,'আমি প্রকৃত মুমিন'।তিনি আরজ করিলেন আমার কথার হাকিকত এই যে আমি আমার অন্তরকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া লইয়াছি,রাত্রি জাগরণ কর, দিনের বেলায় পিপাসার্ত থাকি অর্থাৎ রোজা রাখি আর যখন আমার রবের আরশকে আনা হইবে সেই দৃশ্য যেন আমি দেখিতেছি।বেহেস্তীদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসমান থাকে।আর জাহান্নামীদের চিৎকার যেন (আমি নিজ কানে) শুনিতেছি।অর্থাৎ সর্বদা বেহেশ্ত ও দোযখের কল্পনা বিদ্যমান থাকে।তিনি (তাহার কথাবার্তা শুনিয়া) বলিলেন,হারিস এমন মুমিন যাহার অন্তরে ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হইয়া গিয়াছে।(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক)

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাযি. একদিন তাঁহার সামনে দুনিয়ার আলোচনা করিলেন।তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন মনোযোগ দিয়ে শোন! মনোযোগ দিয়া শোন!নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ, নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ।(আবু দাউদ)

হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি. হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করিলেন,কোন ঈমান সর্বাপেক্ষা উত্তম?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ওই ঈমান যার সহিত হিজরত যুক্ত হয। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন হিজরত কি? এরশাদ করলে, হিজরত এই যে, তুমি মন্দ কাজ পরিত্যাগ কর।(মুসনাদে আহমাদ)

বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ থেকে ঈমানকে বাঁচানো

বিভিন্ন প্রকার বাতিল ফিরকা মতবাদ ও ভ্রান্ত আকিদা থেকে নিজের ঈমানকে বাঁচানো আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। কিছু ফেরকা খাওয়ারেজ,শীআ মতবাদ,জাবরিয়া,কাদরিয়া, মুতাজিল, মুরজিয়া,জাহামিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ,বাহয়ী,কাদিয়ানী মতবাদ, আহলে কুরআন,মওদূদী মতবাদ।দেশীয় কিছু বাতিল ফিরকা যেমনঃ সুরেশ্বরী,এনায়েতপুর, আটরশি,চন্দ্রপুরী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী,মাইজভান্ডার, রেজবী,বে শরা পীর ফকির,বাউল সম্প্রদায়, সর্বেশ্বরবাদ, এনজিও এদের খপ্পর থেকে ঈমানকে বাঁচাতে হবে।

এছাড়া রাজতন্ত্র ও নাৎসীবাদ সাম্রাজ্যবাদ,গণতন্ত্র, ইসলামিক গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ বিষয়েও সঠিক আকিদা লালন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১.মাসিক আল কাউসার ২.ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

৩.হায়াতুস সাহাবা

৪.ঈমান ও কুফরে মূলনীতি

৫.ঈমান ভঙ্গের কারণ ৬.ইসলামে আকিদা (IOM)